দৈনিক জনকণ্ঠ

81

তারিখ 26 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

পটুয়াখালীর ৫৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা করুণ

পটুয়াখালী, ২৪ জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– দীর্ঘদিন যাবত সংস্কারের অভাবে পটুয়াখালী জেলার ৫৬টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে ব্যবহৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

জেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী মানুষকে ভয়াবহ জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষার জন্য প্রায় ২০ বছর পূর্বে দেশের সমুদ্রবর্তী অন্যান্য জেলার ন্যায় পটুয়াখালীতে ৮০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মিত হয়। এ সব আশ্রয় কেন্দ্রের মধ্যে পটুয়াখালী সদর থানায় ৪টি, মির্জাগঞ্জ থানায় ১টি, বাউফল থানায় ৪টি, দশমিনা থানায় ৯টি, কলাপাড়া থানায় ২২টি এবং গলাচিপা থানায় ৪০টি আশ্রয় কেন্দ্র নির্মিত হয়েছিল।

এ সমস্ত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের ৭টি রেডক্রিসেন্ট, ২টি কারিতাস এবং বিশ্বব্যাংক ৭১টি আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করেছিল।

এসব আশ্রয় কেন্দ্রের মধ্যে ৫৬টি আশ্রয় কেন্দ্রে প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নির্মাণের পর থেকে এ সব আশ্রয় কেন্দ্রে কোন প্রকার সংস্কার বা মেরামতের আচরণ না লাগায় এগুলো জরাজীর্ণ অবস্থায় পৌঁছেছে। কাঠের তৈরি দরজা-জানালা বহু পূর্বেই পচে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্লাস্টার উঠে গিয়ে রড দেখা যাচ্ছে। চলতি বর্ষা মৌসুমে দেয়াল চুয়ে পানি ভিতরে প্রবেশ করছে। ফলে এ সব কেন্দ্র পরিচালিত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

কোন কোন আশ্রয় কেন্দ্র নাজুক হয়ে পড়েছে। যে কোন সময় ধসে পড়তে পারে। মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে।

এসব আশ্রয় কেন্দ্র জরুরী ভিত্তিতে মেরামত ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য পৃথক ভবন নির্মাণ করার জন্য জেলাবাসী উর্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।